ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

রাবেয়া আক্তার কনিকা

১৬ জুন ২০২২

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়; মুক্তিযুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে সম্মুখসারিতে যুদ্ধ করেছেন, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তারা স্বাধীনতার সূচনালগ্ন হতেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮.৩১ শতাংশ ছিলেন নারী, যাঁদের একটা বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন
- যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা খুব কম। ২ লক্ষাধিক গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২০৬ জন; খেতাবপ্রাপ্ত মোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে নারী কেবলমাত্র তিনজন
- মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদেরকে তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর সরকারের পক্ষ হতে এবং ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “বীরাঙ্গনা” খেতাবে ভূষিত করেন
- স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের কোনো তালিকা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রণীত হয় নি; সংরক্ষণ করা হয়নি তাদের নাম, ঠিকানা এমনকি প্রকৃত সংখ্যাও

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- সরকারি হিসাব মতে, ২ লক্ষ নারী যুদ্ধকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন; বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ৬ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ
- নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭২ সালে মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে; পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়
- ১৯৭৫ সালের পর পুনর্বাসন প্রকল্প ও সবগুলো পুনর্বাসন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়
- সামাজিক পরিসরে নির্যাতিতা নারীদেরকে নানাভাবে অসম্মান ও হেনস্থার শিকার হতে হয়; কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে “বারাঙ্গনা” (পতিতা) হিসেবেও অপদস্থ করা হয়
- লোকলজ্জা ও মানসম্মানের ভয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য সম্মানিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বীরাঙ্গনা নারীদেরকে পরিচয় গোপন করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে হয়

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- বীরাঙ্গনাদেরকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মাননা প্রদানের দাবিতে ২০১৪ সালে ২৭ জানুয়ারি হাইকোর্টে পিটিশন করা হয়
- ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করে, যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীদেরকে "নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)" হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়
- ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রথমবার ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ; ২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মোট ৪৪৮ জন
- প্রজ্ঞাপন জারির পর ছয় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা সরকারের স্বীকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম; বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ
- এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধা প্রদান করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা
- এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা
- গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

- বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া
- প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া
- আবেদন প্রক্রিয়া
- যাচাই-বাছাই ও গেজেট ঘোষণা
- ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

গবেষণা পদ্ধতি	গুণগত গবেষণা
প্রত্যক্ষ তথ্য	**সাক্ষাৎকার** - বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা **দলীয় আলোচনা** - বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা
পরোক্ষ তথ্য	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন পর্যালোচনা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম
অংশগ্রহণ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগণ, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ
অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
জবাবদিহি	নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা
সংবেদনশীলতা	বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিভিন্ন পক্ষের সংবেদনশীলতা

গবেষণার ফলাফল

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম

সরকারি কার্যক্রম:

- গেজেটভুক্তকরণ ও সম্মাননা প্রদান
- সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণিতে (ক্যাটাগরিতে) মাসিক ভাতা প্রদান (বর্তমানে মাসিক ২০,০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ; সকল ধরনের ভাতার টাকা ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হয়)
- উৎসব ভাতা, মহান বিজয় দিবস ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান
- অস্বচ্ছল হয়ে থাকলে “বীর নিবাস” প্রকল্পের অধীনে গৃহায়ণ সুবিধা প্রদান
- বিভিন্ন সম্মাননা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন

বেসরকারি কার্যক্রম:

- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম
- ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবকদের ভূমিকা

বেসরকারি পর্যায়ের প্রধান কার্যক্রম:

- বীরাঙ্গনাদেরকে খুঁজে বের করা; বীরাঙ্গনা এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বীরাঙ্গনাদের অধিকারের বিষয়ে কাউন্সেলিং করা; গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা
- গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবস্থা তুলে ধরা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা তৈরি
- বীরাঙ্গনাদের জন্য স্বল্প পরিসরে ভাতা, চিকিৎসাসেবা, ও আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা

গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

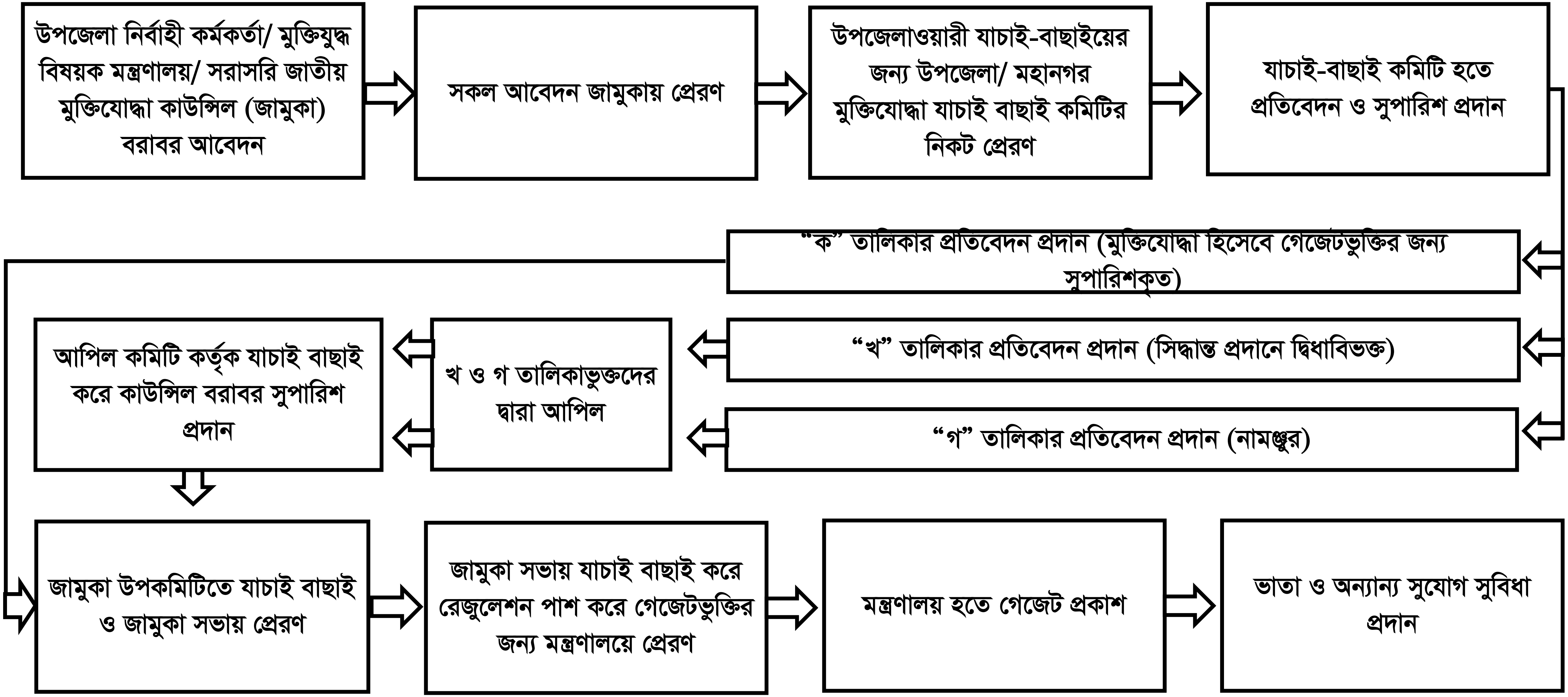

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সার্বিক চিত্র

ক্রম	বিভাগ	গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছে এমন জেলা	গেজেটভুক্ত হয় নি এমন জেলা
১	চট্টগ্রাম	৩০	ফেনী, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী	চাঁদপুর, কক্সবাজার, বান্দরবন
২	রাজশাহী	১০৭	-	-
৩	খুলনা	৫০	-	মেহেরপুর ও মাগুরা
৪	বরিশাল	৪৩	ভোলা	-
৫	সিলেট	৫৩	-	-
৬	ঢাকা	৫৩	মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ ও রাজবাড়ি
৭	রংপুর	৬১	নীলফামারী	পঞ্চগড়
৮	ময়মনসিংহ	৫১	নেত্রকোণা	-
	মোট	৪৪৮	-	-

- গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ এন্ট্রি রয়েছে ৪০২ জনের তালিকা
- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হতে গেজেটভুক্ত হয়েছেন ৩ জন

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারণের ঘাটতি/ দীর্ঘসূত্রতা

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। এই প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রে ৩ বছরেরও অধিক সময় লেগে যায়

"গেজেটভুক্তির জন্য কত সময় লাগবে এটা নির্দিষ্ট করে বলার কিছু নেই। কারও ৩ মাসও লাগতে পারে কারও ৩ বছর। প্রক্রিয়ায় যেই সময় লাগবে সেটাই।"

- সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

গেজেটভুক্তির পর ভাতা প্রাপ্তির জন্য ৩-৬ মাস পর্যন্ত বা এরও বেশি সময় ব্যয়

বীর নিবাসের ঘরের জন্য আবেদন করলে তা পেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় (আবেদন করার ৬ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পায় নি)

"আবেদন করার পরে কত সময় যে লাগছিলো। তখন মনে হইছিলো আর পারতাছি না। লোকজন তখন আরও বেশি খোঁচায় খোঁচায় কইতো, 'কই তোগো বাপ মা'য়রা না কত কিছু দিবো। পাঞ্জাবিরা তো গেছে, ওগো ভাড়া না পাবি। কই কিছু তো দেয় না এখনো'। বাঁইচা থাকাটাই তখন দায় হইয়া গেছিলো।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জটিলতা

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য যেসব সনদ প্রদর্শন করা প্রয়োজন হয় তা অনেক সময়ই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে

বিশেষকরে জাতীয় পরিচয় পত্রে লেখা আনুমানিক বয়সের সাথে প্রকৃত বয়সের ব্যাপক ব্যবধান

ক্ষেত্রবিশেষে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ

আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ

আবাসন সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমির মালিকানা থাকার বাধ্যবাধকতা। "বীর নিবাস" কর্মসূচির আওতায় ঘর পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট × প্রস্থ ২৯ ফুট জমি থাকা আবশ্যক, যা ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ

"আমার তো জমি নাই নিজের। খাসের জায়গায় থাকি। ঘর তো সরকার এহানে দিবো না। ঘর পাইতে হইলে তো আগে জমি কিনতে হইবো..."

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

সক্ষমতা ও কার্যকরতা

পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি

সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য বা চিহ্নিত করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই

গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন প্রচার করা হলেও সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকার কারণে এই বিষয়টি প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাচ্ছে না

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত সেবার তথ্য পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার না করায় অনেকেই যথাসময়ে তথ্য পাচ্ছেন না

জনবলের ঘাটতি	উপজেলা পর্যায়ে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য বিশেষ কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ নেই
	স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আবেদনপত্র লেখা বা পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য জামুকায় কোনো জনবল নেই
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গেজেটভুক্তি হতে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণ কাজ স্বেচ্ছাসেবীদের নিজেদের সম্পন্ন করতে হয়

"ঐহানে (উপজেলায়) তো আমাদের কিছু করে দেয় না। খালি বলে দেয় এটা করেন। আমাগো তো লোকজন নাই। এগুলো কেমনে করমু। বুঝিও না তো ওতো কিছু। তাই ঐ স্বেচ্ছাসেবকরেই জিগাই। ওতো একা মানুষ। তাও সময় সুযোগ বুইঝা ওই সব কিছু কইরা দেই। খোঁজ খবর দেয়। কি হইছে না হইছে।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

সক্ষমতা ও কার্যকরতা

হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা হালনাগাদ নয়

গেজেটে নাম, ঠিকানায় অনেকের ভুল রয়েছে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং এমআইএস-এ গেজেটভুক্ত একই ব্যক্তির নাম, পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে; তথ্যের ভুল থাকায় পরবর্তী কোনো সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়

- ৮৯ জন বীরাঙ্গনার (১৯.৮৭%) নামের বিভিন্ন ধরনের ভুল রয়েছে;
- পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে ২০৭ জনের (৪৬.২১%)

কতজনের আবেদন বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে এই বিষয়ক কোন তথ্য দেওয়া নেই

"উপজেলা পর্যায়ে এমআইএস আপডেট করার জন্য তাদের কাছে বার বার তথ্য চাওয়া হলেও তারা ঠিকমতো দেয় না। অনেকেরই এনআইডি কার্ডে ভুল তথ্য আছে। এটা সংশোধন করা তারা ঝামেলা মনে করে। তাই তথ্যগুলা আপডেট করা যায় না।"

- সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

"আবেদন করার সময় দেখা গেছে তাদের হয়ে কেউ না কেউ করে দিয়েছে তখন নাম ঠিকানায় ভুল হয়ে গেছে, ঐটাই গেজেটে উঠে গেছে। এখন এগুলো নিয়ে জটিলতা হচ্ছে। উনি ঘরের আবেদন করতে পারছেন না কারণ ঠিকানায় তার বাপের বাড়িরটা দেয়া। এখন এটা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তো আর কিছু করার নাই।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিতকরণ

সরকারি বা এলাকাভিত্তিক কোনো তালিকা না থাকায় এবং বীরাঙ্গনাসহ তাদের পরিবারের অসহযোগিতার কারণে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করতে স্বেচ্ছাসেবীদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়

বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা-বিরোধী হিসেবে পরিচিতদের' (রাজাকারদের) দ্বারা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে

"আমরা প্রথম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই তা হচ্ছে খুঁজে বের করা। একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি, পৃথিবীতে যে নিজে লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

"আমি তাদের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা অপমানিত হয়েছি। আমাকে দা দিয়ে তাড়ানো হয়েছে যে আমি কেন যাই? আমাদেরকে রাজাকাররা তাড়িয়েছে যে আমরা কেন তাদের বাড়িতে যাই? ... এখানে ৮ থেকে ৮০ বছরের প্রায় ১৫ জন ধর্ষিত হয়েছিল। স্বীকার করে মাত্র ৩ জন।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

অংশগ্রহণ

প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা

শুরুর দিকে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন করতে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের অসহযোগিতামূলক আচরণ, বিশেষকরে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়ায় বিষয়ে আপত্তি

প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়/ প্রতিবেশীদের অসহযোগিতামূলক আচরণ

স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দিক থেকে সহযোগিতামূলক আচরণের ঘাটতি

"আমাদের দেশে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে মনোভাব ভাল না। যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার চিহ্নিত করবেন তিনি প্রকৃত কমান্ডার কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করা এই কমান্ডারদের অনেকের বয়স দেখলে বোঝা কঠিন যে তারা যুদ্ধের সময় কিভাবে যুদ্ধ করেছে। একজন কমান্ডার একবার একজন বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ও তো ভাল মেয়ে মানুষ না ...'। আমি তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, 'আপনি তো এভাবে বলতে পারেন না। কোন পরিস্থিতিতে তার সাথে এই অবস্থা হয়েছিল সেটা তো আপনি আগে দেখবেন। সে নিজে ইচ্ছে করে তো কিছু করেন নি'। এভাবে বলার পর সে কিছুটা দমেছিলো।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

অংশগ্রহণ

যোগাযোগের ঘাটতি

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বীরাঙ্গনাদের সরাসরি যোগাযোগের ঘাটতি

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোনো সুবিধা বরাদ্দ করা হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে জানতে হয়

কোনো আবেদন করা হলে তার আপডেট সম্পর্কে জানার জন্যও বীরাঙ্গনাদের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা নিতে হয়

"কবে ঘরের জন্য দরখাস্ত করছি। কিছু তো জানায় না। খোঁজ খবর নিতে গেলে হুনি ঘর দেওয়া শেষ। কিভাবে কি করার তাও তো বুঝি না। তাই হেরেই ফোন দিতে হয়...কি হইলো, কি করমু একটু দেহেন... "

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ

আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা দাবির অভিযোগ

গেজেটভুক্তির জটিল প্রক্রিয়া এবং প্রশাসিক সহয়তার ব্যবস্থা না থাকার কারণে বীরাঙ্গনাদেরকে অনেকক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হওয়ার অভিযোগ

"কাজ করাতে হলে তো কিছু টাকা পয়সা দিতেই হয়, এটা তো হয়ই ... এটা নিয়ে আর কি বলবো ..."

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

অনিয়ম ও দুর্নীতি

বীর নিবাসে ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি	আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কোনো কোনো পক্ষ থেকে অবৈধভাবে অর্থ দাবি। কয়েকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে	
	আবাসনের আবেদনে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ	
বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া	মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের ও দলিলের ভিত্তিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া	

"হেরা তো কয় ঘর পাইতে হইলে তো টাকা পয়সা কিছু খরচ করতে হইবো। সরকার তোমারে এতো লাখ ট্যাকার ঘর দিবো, তোমারেও তো কিছু দিতে হইবো... লাখ খানেক টাকা চায়... তা না হইলে ঘরের নাকি ব্যবস্থা হইবো না।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

"বিতর্কিত ব্যক্তিদেরও গেজেটভুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন শোনা যায় পত্রপত্রিকায়। আসলে যেভাবে সুন্দরভাবে কাগজপত্র, সাক্ষী নিয়ে আসে তখন কমিটির না রাজি হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। এখন আমরা তো এই মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মেরও না। আমাদের এখন বিশ্বাসের উপরই করতে হবে, আর ডকুমেন্টের উপরই করতে হবে ... এখন ৩ জন সাক্ষী নিয়ে আসে, তারা যদি সাক্ষী দেয় ... এক্ষেত্রে কিছুই হয়তো করার ছিল না।"

- দলীয় সাক্ষাৎকার (সরকারি কর্মকর্তা)

জবাবদিহি

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি

গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে এবং আবাসন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের শিকার হলেও পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য দুর্নীতির অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে

অভিযোগ গৃহীত হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও অনিয়ম চিহ্নিত করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই

"বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াটাই জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনেককেই কোনো না কোনোভাবে টাকা পয়সা দিতে হয়। তারা দেয়। কিন্তু এটা নিয়ে তারা কথা বলে না। এমনেই নানান জটিলতা আছে। এরপর এটা নিয়ে নতুন করে আর কোনো ঝামেলা হোক সেটা চায় না। অনেকে ভয় পায়, এতে না আবার শেষে বাতিল হয়ে যায়। যে যতটা পারে দেয়।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

"এমন কোনো অভিযোগের কথা শুনি নাই। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ করে নি। তবে অভিযোগ করলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিবো।"

- সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

সংবেদনশীলতা

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সংবেদনশীলতার ঘাটতি

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান

বীরাঙ্গনাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বীরাঙ্গনার পরিচয় প্রকাশে দ্বিধাবোধ

বীরাঙ্গনাদের নিজেদের নির্যাতন বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের কথা জানাতে অস্বীকার করা- স্বেচ্ছাসেবীদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া

বীরাঙ্গনাদের পরিবার হতে অসহযোগিতামূলক আচরণ; পরিবার ও সমাজের চাপে গেজেটভুক্তির আবেদন জমা দেওয়ার পরও তা তুলে ফেলতে বাধ্য হওয়া

"প্রতিবেশী বা আশেপাশের লোকজন এই বিষয়টি সম্মানজনক চোখে দেখে না। যারা নির্যাতিত তাদেরকে তারা মনে করতো নষ্টা মেয়ে। একটা ভিখিরি বা পাগলেরও যে মর্যাদা তাদের সে মর্যাদা ছিল না। তারা তাদেরকে অচ্ছুত মনে করতো ... "

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

সংবেদনশীলতা

স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীল-তার ঘাটতি	যাচাই-বাছাই কমিটির সামনে ঘটনার বর্ণনা করার ক্ষেত্রে জড়তা; বার্ধক্যজনিত কারণে বা মানসিক স্থিরতার অভাবে পুরনো স্মৃতি ভুলে যাওয়া
	সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থেকে বীরাঙ্গনা, তাদের পরিবার পরিজন সর্বোপরি সাধারণ মানুষদেরকে বের করে আনার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই
স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমস্যা	সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরও পরিবার ও সমাজের দ্বারা হেনস্থার শিকার হওয়া
	স্বীকৃতির সাথে সাথে নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে এক ধরনের জড়তা ও দ্বিধা কাজ করে। অনেকে এক্ষেত্রে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করেন
	ভাতার অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে সন্তানদের চাপ প্রয়োগ

"এহনো কথা শুনতে হয় মা। এই যে কেউ আইলেই হেরা কইবো ঐ যে হের বাপ মায়েরা আইছিলো। পাঞ্জাবিগো ট্যাহা দিতে। পাঞ্জাবিরা তো গেছে গা। এহন হেরা হের ট্যাহা দিতাছে। পোলা মাইয়াগো সামনেই যা তা কয়।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

"মেয়ের জামাই বলে তালাক দিয়ে দিবে। এখনি টাকা দিতে হবে। তোর মাকে বল টাকা দিতে। পাঞ্জাবিদের ভাড়া তো খাইতাছে।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

"মাইয়ারা জানে এটা ওগো বাপের টাকা। হে যুদ্ধ করছিলো হেই টাকা আমারে দিতাছে। এটাই কই। হেরাও আমারে কিছু আর জিগায় না।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- মুক্তিযুদ্ধের প্রায় চার দশক পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান দেরিতে হলেও সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ
- বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে ঘাটতি বিদ্যমান - পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি
- স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার - সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি
- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি ও নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কাজ থাকলেও তা নারী বিষয়ক অন্য যেকোনো কাজের তুলনায় বেশ সীমিত
- বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর - সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ও জটিলতার সৃষ্টি করছে

সুপারিশ

১. বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে

২. স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া হতে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে

৩. গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে

৪. সার্বিক তথ্য প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি বাদ দিতে হবে

সুপারিশ

৫. গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানো জন্য, বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে

৬. বীরাঙ্গনাদের আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বিষয়টি বাতিল করতে হবে এবং অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে

৭. সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কাজে বীরাঙ্গনা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।

৮. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে

৯. বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন

১০. বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে

ধন্যবাদ